রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ ভাদ্র ১৪৩৩/ ১৮ আগস্ট ২০২৬

“জাতীয় পাবলিক টয়লেট নীতিমালা ২০২৬”

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৬.২২.০৬.২০২২-১০০১**—বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রেক্ষাপটে ‘পাবলিক টয়লেট’ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগর ও গ্রামীণ অবকাঠামো। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহারবান্ধব পাবলিক টয়লেট অপরিহার্য। সারাদেশে সকল নাগরিকের জন্য বিশেষতঃ নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত, ব্যবহারবান্ধব পাবলিক টয়লেট সুবিধা নিশ্চিতকরণে ‘জাতীয় পাবলিক টয়লেট নীতিমালা ২০২৬’ প্রণয়ন করা হলো।

২। জাতীয় পাবলিক টয়লেট নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ প্রেক্ষিত: জাতীয় পাবলিক টয়লেট নীতিমালা

২.১.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি-৬) অর্জন ও জনস্বাস্থ্যের অপরিহার্যতা: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি-৬) অর্জনের জন্য দেশের সার্বিক স্যানিটেশন তথা জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়ন একান্ত জরুরি। এ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম অনুসঙ্গ হলো শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনসমাগমস্থলে পাবলিক টয়লেট স্থাপন। শহর এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসংখ্যার চাহিদার অনুপাতে পাবলিক টয়লেট স্থাপনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য কিন্তু ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠীসহ শহরবাসীর চাহিদার তুলনায় দেশে মানসম্মত পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা এখনও অপ্রতুল।

মূল্য : টাকা ২০.০০

পাবলিক টয়লেট কেবল নগর অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় অংশই নয়, বরং এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নত হয়। পাবলিক টয়লেট সামাজিক, বিনোদনমূলক এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ উন্নত সামাজিক জীবনযাপনে সহায়তা করে। পাবলিক টয়লেটের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের (৪১ ধারা) ১.৮ অনুচ্ছেদ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের (ধারা ৫০-৭১) পৌরসভার বিস্তারিত কার্যাবলি অংশের ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে স্ব স্ব স্থানীয় সরকার এলাকায় পুরুষ ও নারীদের জন্য যথাযথ স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক এবং পৃথক পায়খানা ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থাসহ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আশার কথা হলো, সারা দেশে পাবলিক টয়লেট সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি খাতসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন একযোগে কাজ করছে।

২.১.২ **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিধা ও ভ্রমণকালীন স্যানিটেশন চাহিদা:** পাবলিক টয়লেট শিশু, নারী,পুরুষ, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং গৃহহীন মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণকে দৈনন্দিন প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত চলাফেরা করতে হয়। এসব মানুষের কথা বিবেচনায় এনে তাদের ভ্রমণকালীন সময়ের টয়লেটের চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ অতীব জরুরি।

২.১.৩ **পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে পাবলিক টয়লেটের গুরুত্ব:** 'বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-২০২৫)'-তে 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিষয়ক কর্ম-নির্দেশনা' অনুচ্ছেদে বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট স্থাপন ও তার যথাযথ ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পরিচালনা ও সংরক্ষণের জন্য বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১১ সালের দিকে ব্যক্তিগত টয়লেট স্থাপনের বিষয়টি অগ্রাধিকার পেলেও পাবলিক টয়লেট নির্মাণের বিষয়টি তুলনামূলকভাবে গৌণ ছিল। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উন্নয়ন সহযোগীদের উদ্যোগে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বিষয়টি আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে, যার ফলশ্রুতিতে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও পরিচালনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পাবলিক টয়লেট পরিষেবার বিষয়টি ক্রমান্বয়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে।

২.১.৪ **উদ্ভাবনী সমাধান ও রোডম্যাপ তৈরি:** পাবলিক টয়লেটগুলোর পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে বেশ কিছু উদ্ভাবন পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা টেকসই টয়লেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। আশা করা হচ্ছে, এ সকল উদাহরণ পাবলিক টয়লেট পরিষেবা ত্বরান্বিত করার রোডম্যাপ তৈরি ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

২.১.৫ **শহরে জীবনের অত্যাবশ্যকীয় পাবলিক টয়লেট সেবা:** শহর অঞ্চলে বিশেষ করে বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, টার্মিনাল, ফেরিঘাট, বাজার এবং অন্যান্য জনসমাগমস্থলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাবলিক টয়লেটের পরিষেবার ব্যবস্থা করা শহরে বসবাসকারী মানুষের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা।

২.১.৬ **ওয়াশ খাতে জাতীয় ব্যয় এবং খানার ভূমিকা:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ওয়াটারএইড কর্তৃক প্রকাশিত 'ন্যাশনাল ওয়াশ অ্যাকাউন্টস, ২০২০' অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০২০ সালে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) খাতে মোট ব্যয় ছিল ৫৯,৮০০ কোটি টাকা, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২.১৮ শতাংশ। বাংলাদেশে গড়ে প্রতিটি খানা বছরে পানির জন্য ১,৫০২ টাকা (১৪%), স্যানিটেশনে ১,৯৮৫ টাকা (২৬%) এবং হাইজিন বা স্বাস্থ্যবিধি বাবদ ৮,০৮৭ টাকা (৬০%) ব্যয় করে।

২.১.৭ **পাবলিক টয়লেট নজরদারির প্রয়োজনীয়তা ও নীতিমালার ভূমিকা:** একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কতগুলি পাবলিক টয়লেট তৈরি করা হয়েছে, কতগুলি কার্যকর আছে, কতগুলিতে প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা আছে, সে বিষয়ে যথাযথ তথ্যবিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা নেই। পাবলিক টয়লেট নীতিমালা প্রবর্তনের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

২.১.৮ **পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান**

বাংলাদেশে পাবলিক টয়লেট সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকলেও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য নিম্নোক্ত বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান রয়েছে:

(১) ন্যাশনাল পলিসি ফর সেইফ ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন ১৯৯৮

(২) জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯

(৩) আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে জাতীয় নীতিমালা, ২০০৪

(৪) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

(৫) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো, ২০১৭ (আইআরএফ-এফএসএম) (পল্লী অঞ্চল, পৌরসভাসমূহ, সিটি কর্পোরেশন ও মেগাসিটি ঢাকা)

(৬) বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮

(৭) বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল, ২০২০ (সংশোধিত সংস্করণ)

(৮) জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র, ২০২১ (পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ)

(৯) পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (পল্লী অঞ্চল-২০২০, পৌরসভাসমূহ-২০২০, সিটি কর্পোরেশন, ২০২১)

(১০) বাংলাদেশ পানি ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য জাতীয় হাইজিন প্রসারের কৌশলপত্র, ২০২৪ (পরিমার্জিত ও হালনাগাদকৃত সংস্করণ)।

২.১.৯ পাবলিক টয়লেট কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ও বিধিবিধান

এছাড়াও পাবলিক টয়লেট কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ও বিধিবিধানসমূহ নিম্নরূপ:

(১) নতুন ফিলিং স্টেশন/সার্ভিস স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত), ২০১৪

(২) বাংলাদেশের জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (২০২৩-২০৫০), ২০২২

(৩) বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩

(৪) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩।

২.২ **যৌক্তিকতা:** পাবলিক টয়লেট নীতিমালার যৌক্তিকতা হলো জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানবিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণ, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বিদ্যমান আইনি ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা দূরীকরণ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত ও কার্যকর পরিষেবা কাঠামো তৈরি করা।

২.২.১ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও মৌলিক চাহিদা হিসেবে পাবলিক টয়লেট: পাবলিক টয়লেট নীতিমালার যৌক্তিকতা নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ওপর নির্ভরশীল:

ক) জনস্বাস্থ্য ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন: ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের জন্য বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসডিজি ৬-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে পাবলিক টয়লেট অপরিহার্য, কারণ এটি শুধু একটি অবকাঠামোগত প্রয়োজন নয়, বরং সার্বিক জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের মান উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখে। অপর্যাপ্ত বা অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবস্থা বিভিন্ন রোগ-জীবাণু ছড়াতে সাহায্য করে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

খ) মৌলিক চাহিদা ও মানবিক মর্যাদা: পরিচ্ছন্ন ও সহজলভ্য স্যানিটেশন মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা এবং এর সাথে মানবিক মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্ন জড়িত। পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট না থাকলে মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে টয়লেট করতে বাধ্য হয়, যা তাদের সুরক্ষা ও সম্মানের জন্য ক্ষতিকর। নারী, পুরুষ, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নিরাপদ ও ব্যবহার উপযোগী টয়লেটের অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে।

গ) **আইনগত বাধ্যবাধকতা ও বর্তমান ব্যবস্থার দুর্বলতা:** ‘স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯’, ‘স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯’ এবং ‘স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯’-এ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখ থাকলেও দেশে এখনো মানসম্মত পাবলিক টয়লেটের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ নীতিমালার মাধ্যমে সারাদেশে পাবলিক টয়লেটের সঠিক সংখ্যা এবং অবস্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য একটি তথ্য কাঠামো তৈরি করা সম্ভব হবে।

ঘ) **সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব:** পাবলিক টয়লেট কেবল জনস্বাস্থ্যের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও প্রভাব ফেলে। পর্যটন, বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং জনসমাগমপূর্ণ স্থানে পর্যাপ্ত টয়লেট না থাকলে মানুষের চলাফেরা সীমিত হয় এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে। একটি শহরের মানুষের উন্নত জীবনমানের অন্যতম নির্দেশক উন্নত পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনা।

ঙ) **যৌক্তিক বিনিয়োগের ক্ষেত্র:** একসময় ব্যক্তিগত টয়লেটের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হলেও বর্তমানে পাবলিক টয়লেটের প্রয়োজনীয়তা আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নীতিমালাটি এ খাতে যৌক্তিক ও কার্যকর বিনিয়োগের পথ খুলে দেবে এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

২.২.২ **বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা:** শহর ও গ্রামীণ জনসমাগম এলাকায় মানসম্মত ও পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেটের অনুপস্থিতি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ব্যাহত করছে। বর্তমানে বিদ্যমান পাবলিক টয়লেটগুলোর মান ও উপযোগীতা এখনো সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেনি। ফলে একটি উত্তম পাবলিক টয়লেট নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং এর ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৬.২ অর্জন করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি জনসাধারণের স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সুতরাং, এ মৌলিক পরিষেবার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার বৃহত্তর স্বার্থে একটি সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টভাবে বিবৃত নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা সত্যিই অপরিহার্য।

২.২.৩ **নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ:** উপরোক্ত করণীয় বিষয়াদির আলোকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য একটি নীতিমালা তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ নীতিমালা পাবলিক টয়লেটের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে একটি টেকসই ও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

২.৩ পাবলিক টয়লেট নীতিমালার উদ্দেশ্য:

(ক) **ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি:** পাবলিক টয়লেট ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

(খ) **সকলের জন্য প্রযোজ্য নিয়ম ও নির্দেশনা প্রদান:** বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার ও জনসমাগমস্থলে নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি এবং নির্দেশিকা তৈরি করা;

(গ) **জনস্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার মান উন্নয়ন:** সারাদেশে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত পাবলিক টয়লেট সুবিধার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে জনস্বাস্থ্য এবং সার্বিক পরিচ্ছন্নতার মান উন্নত করা;

(ঘ) **ব্যবহারবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সুবিধা নিশ্চিতকরণ:** নারী, পুরুষ, শিশু,প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও বয়স্কদের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যবহারবান্ধব এবং অবাধ প্রবেশাধিকারসহ টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করা;

(ঙ) **টেকসই ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন:** পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বের জন্য কার্যকর ব্যবস্থাপনা মডেল এবং অর্থায়নের পথ তৈরি করা;

(চ) **আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ:** পাবলিক টয়লেট কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন, বিধিবিধান ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালী ও সুসংহত করা;

(ছ) **পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা:** নীতিমালার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে এটিকে যুগোপযোগী করার জন্য একটি শক্তিশালী ব্যয় পদ্ধতি স্থাপন করা;

এ উদ্দেশ্যসমূহ একত্রিতভাবে বাংলাদেশে একটি কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করবে।

৩। জাতীয় পাবলিক টয়লেট নীতিমালা

৩.১ **মূলনীতিসমূহ:** জাতীয় পাবলিক টয়লেট নীতিমালা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পরামর্শের ভিত্তিতে জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, ব্যবহারবান্ধব এবং পর্যাপ্ত টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত **৭টি মূলনীতি** চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

৩.১.১ **নীতি-১: সর্বজনীন ও ন্যায্য পাবলিক টয়লেট সুবিধা:** এ নীতিমালা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা, বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষকে পাবলিক টয়লেট ব্যবহারের সমানাধিকার সর্বোচ্চরূপে নিশ্চিত করবে।

এ নীতি আরো নিশ্চিত করে যে, পাবলিক টয়লেটের ডিজাইন প্রণয়ন ও স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সকলের ব্যবহার ও উপযোগীতা বিবেচনায় থাকবে। এর মধ্যে র‍্যাম্প, গ্র্যাব বার (হাতল), প্রশস্ত দরজা, হুইলচেয়ার চলাচলের উপযোগী স্থান এবং শিশু পরিচর্যার পর্যাপ্ত সুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

এছাড়া, টয়লেট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্থায়ীত্ব অর্জন এ নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর লক্ষ্য হলো আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যেন কেউ টয়লেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন এবং দীর্ঘমেয়াদে এ সেবা চালু থাকে। সে কারণে প্রবেশমূল্য নির্ধারণেও দরিদ্র ও অতি নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুবিধা রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এ নীতিটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ এর "কাউকে পিছনে রেখে নয় (No one will be left behind)" মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩.১.২ **নীতি-২: জনস্বাস্থ্য ও কল্যাণ:** এ নীতিমালায় পাবলিক টয়লেটকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, সংক্রমণ প্রতিরোধ, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এবং অসুস্থতা ও মৃত্যুহার কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষতঃ নারীদের মধ্যে কিডনি রোগ ও জরায়ু সংক্রমণ, শিশুদের অপুষ্টি ও রোগপ্রবণতা প্রতিরোধে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পাবলিক টয়লেট ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানববর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা,স্বাস্থ্যবিধি মানদন্ডের কঠোর অনুসরণ এবং নিয়মিত মনিটরিং-এর পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

৩.১.৩ **নীতি-৩: মর্যাদা ও নিরাপত্তা:** এ নীতিমালা স্বাস্থ্যসম্মত, টেকসই, আধুনিক এবং মানসম্মত (স্ট্যান্ডার্ড) নকশা সম্বলিত টয়লেট নির্মাণের মাধ্যমে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের বৈষম্যহীন ও নিরাপদ টয়লেট ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে। পাবলিক টয়লেটের অবকাঠামো নির্মাণে উচ্চমান বজায় রাখার জন্য যথাযথ নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার, পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচল, সঠিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।

নীতিমালার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সব ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে নারী, পুরুষ, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য নিরাপদ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও সম্মানজনক টয়লেট সুবিধা বাঞ্চনীয়। নীতিমালা অনুযায়ী নারীদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ টয়লেট ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে অবশ্যই ব্যক্তিগত গোপনীয়তার নিশ্চয়তার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। একই সাথে হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা ও জরুরি সেবার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। এভাবে, টয়লেট ব্যবহারের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যবহারকারীর সম্মান ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.১.৪ **নীতি-৪: জেন্ডার সংবেদনশীলতা:** নারী, পুরুষ এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করার নিমিত্ত এ নীতি অনুযায়ী পাবলিক টয়লেট ডিজাইনে লিঙ্গা-ভিত্তিক ভিন্নতা বিবেচনায় আনতে হবে। নারীদের জন্য পৃথক ও সহজ ব্যবহার সুবিধা, স্যানিটারি ন্যাপকিন ডিসপেনসার, শিশুদের জন্য মাতৃদুগ্ধপান কর্নার এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জন্য সম্মানজনক প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৩.১.৫ **নীতি-৫: জনসম্পৃক্ততা ও জবাবদিহিতা:** নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমূলক ও স্থানীয়কেন্দ্রিক প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা হবে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ ও সাধারণ জনগণ সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবে। পাবলিক টয়লেট নকশা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ এ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রেই নাগরিক অংশগ্রহণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এর স্থাপন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাবলিকের মাঝে দায়িত্ববোধের সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হবে।

৩.১.৬ **নীতি-৬: জনসচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন**

(ক) **সামাজিক আন্দোলন:** এছাড়া এ নীতির আলোকে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পাবলিক টয়লেট ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষেণে জনগণকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে উদ্bুদ্ধ করা হবে।

(খ) **জনসচেতনতা:** এ নীতি পাবলিক টয়লেটের সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পাবলিক টয়লেটের গুরুত্ব, সঠিক ব্যবহারবিধি, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার লক্ষ্যে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করবে। টয়লেট ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(গ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা: শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার-বিধি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৩.১.৭ **নীতি-৭: দুর্যোগ, জলবায়ু সহিষ্ণু ও অভিযোজন:** এ নীতিমালা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহিষ্ণু ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং পাবলিক টয়লেট অবকাঠামোকে ভবিষ্যতের অনাকাঙ্ক্ষিত যেকোনো সমস্যা নিরসনের জন্য প্রস্তুত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো টয়লেটগুলো কেবল দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যই নয় বরং বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস বা তীব্র খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়েও যেন কার্যকর থাকে তা নিশ্চিত করা। এর আওতায় রয়েছে দুর্যোগ সহিষ্ণু নকশা ও নির্মাণ কৌশল অবলম্বন করা, যেমন: উঁচু ভিটির

উপর নির্মাণ, শক্তিশালী কাঠামো এবং পানিতে নষ্ট না হয় এমন উপকরণ সামগ্রী ব্যবহার। দুর্যোগের আগে ও পরে পাবলিক টয়লেটগুলো সচল রাখতে স্থানীয় মানুষের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করাও এ নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ নীতিটি পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে রক্ষা করে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৩.২ পাবলিক টয়লেট নীতিমালার আওতা: প্রয়োগ ও বাধ্যবাধকতা

এ নীতিমালা নিম্নোক্তদের জন্য প্রযোজ্য হবে:

(ক) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, এবং নগর পরিকল্পনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ;

(খ) পার্ক/উদ্যান, বাসস্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, লঞ্চঘাট প্রভৃতি, বাজার বা বিনোদন কেন্দ্রের মত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(গ) সড়ক ও মহাসড়কের উপযুক্ত স্থানে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ব্যবস্থাসহ পাবলিক টয়লেট স্থাপনের বিষয়ে সমন্বিতভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

(ঘ) সামাজিক দায়বদ্ধতা বা অংশীদারিত্ব কর্মসূচির অংশ হিসেবে জনসাধারণের জন্য পাবলিক টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে যুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৪। পাবলিক টয়লেট সেবা প্রদান মানদণ্ড, প্রকারভেদ, ব্যবহারের ধরন ও শ্রেণিবিভাগ

৪.১ পাবলিক টয়লেটের ন্যূনতম সেবা প্রদান মানদণ্ড

৪.১.১ প্রবেশাধিকার

(ক) টয়লেটে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নকশা প্রণয়ন ও মানসম্মত অবকাঠামো নিশ্চিত করা;

(খ) টয়লেটে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সুবিধার্থে র‍্যাম্প, গ্র্যাব বার, ব্রেইল সাইনেজ এবং নারীদের জন্য পোশাক পরিবর্তন এবং শিশুদের মাতৃদুগ্ধপানের নিরাপদ স্থান নিশ্চিত করা।

৪.১.২ স্বাস্থ্যবিধি ও রক্ষণাবেক্ষণ

(ক) টয়লেটগুলোর নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় এমন উপকরণ ব্যবহার করতে হবে;

(ঘ) হাত ধোয়ার জন্য জীবাণুমুক্তকরণ উপকরণ (যেমন: সাবান/হ্যান্ডওয়াশ) ও নিরাপদ পানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

(ঙ) সকল টয়লেটের বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য সেপটিক ট্যাংক অথবা আধুনিক পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, যাতে কোনো অবস্থাতেই টয়লেটের বর্জ্য নদী, খাল-বিলসহ অন্যান্য জলাশয়ে পতিত হয়ে পানি দূষণ না ঘটায়;

(চ) ব্যবহারকারীদের অভিযোগ/পরমার্শ প্রদানের জন্য একটি অভিযোগ বক্স রাখা যেতে পারে।

৪.১.৩ অবস্থান ও প্রাপ্যতা

(ক) জনবহুল এলাকায় নির্দিষ্ট যৌক্তিক দূরত্ব পরপর অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী টয়লেট স্থাপন করা;

(খ) বেশি ভিড় ও জনসমাগম হয় এমন স্থানে পাবলিক টয়লেটগুলো ২৪ ঘণ্টা খোলা ও কার্যকর রাখা।

৪.১.৪ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

(ক) টয়লেটে পর্যাপ্ত আলো, জরুরি কল করার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা;

(খ) নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট সুবিধা এবং শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও অন্যান্য সকল ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার উপযোগী টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা, যাতে সবাই স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে টয়লেট ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া নারীদের সাথে থাকা মূল্যবান ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিরাপদে রাখার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.১.৫ পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা

(ক) পানি সাশ্রয়ী টয়লেট উপকরণ ও সেন্সর ট্যাপের ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(খ) টয়লেটে সম্ভব হলে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

(গ) টয়লেটের অবকাঠামো নির্মাণের সময় যাতে দূষিত বাতাস বের হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা;

(ঘ) টয়লেটে ব্যবহৃত টিস্যু বা অন্যান্য জিনিসপত্র ফেলার জন্য ঢাকনাযুক্ত বাস্কেটের ব্যবস্থা রাখা;

এ মানদণ্ডগুলো একটি আধুনিক ও কার্যকরী পাবলিক টয়লেট নীতিমালার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এগুলো ব্যবহারকারীদের চাহিদা, পরিবেশগত বিবেচনা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে প্রতিফলিত করে। এ মানদণ্ডগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশের পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থার গুণগতমান নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে।

৪.২ পাবলিক টয়লেটের প্রকারভেদ ও ধরন

পাবলিক টয়লেটগুলো সাধারণত পুরুষ এবং নারীদের সুবিধার জন্য আলাদা করা হয়। তবে, কিছু টয়লেট আছে যেখানে নারী-পুরুষ উভয়ই ব্যবহার করে (ইউনিসেক্স), বিশেষ করে ছোট বা এককক্ষ বিশিষ্ট পাবলিক টয়লেট, যেমন: ট্রেন, স্টিমার, বিমান, ইত্যাদি। কিছু পাবলিক টয়লেট কোন ফি প্রদান ছাড়াই ব্যবহারযোগ্য, আবার কিছু আছে যেখানে নির্দিষ্ট ফি প্রদানের বিনিময়ে সেবা গ্রহণ করতে হয়, যাকে সাধারণভাবে পে-টয়লেট বলা হয়।

৪.৩ পাবলিক টয়লেটের শ্রেণিবিভাগ

পাবলিক টয়লেটগুলোর নির্ধারিত অবস্থান, সম্ভাব্য ব্যবহারকারী, পরিচালন সময়, ব্যবহার বা সেবা মূল্য এবং আয়ের সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত ছয়টি প্রধান ভাগে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে: (**সংযুক্তি ১:** পাবলিক টয়লেটের শ্রেণিবিন্যাসের সারসংক্ষেপ ও **সংযুক্তি-২:** বিভিন্ন ধরনের টয়লেটের নকশায় ন্যূনতম কোন ধরনের সুবিধা থাকা প্রয়োজন, তার ছক দেয়া হলো)।

শ্রেণি-১: যানবাহন চলাচল স্থানের টয়লেট (ট্রানজিট এলাকার টয়লেট)	**ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য**
এ শ্রেণির টয়লেটগুলো মূলত বাসস্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন, ফুয়েল স্টেশন, ট্যাক্সি/ সিএনজি/ইজিবাইক স্ট্যান্ড, রাস্তা/ চৌরাস্তা, মেট্রো স্টেশন, ফেরিঘাট, নদী/সমুদ্র বন্দর এবং বিমান বন্দর-এর মতো জনবহুল ট্রানজিট এলাকায় অবস্থিত। এর সম্ভাব্য ব্যবহারকারীরা হলেন স্থানীয় দোকানদার, দোকানমালিক, ভেন্ডর, ভ্রমণকারী এবং পর্যটক। এ টয়লেটগুলো সাধারণত ২৪ ঘণ্টা পরিচালিত হয় এবং প্রতিবার ব্যবহারের জন্য চার্জ প্রযোজ্য হয়, যার ফলে এখান থেকে উচ্চ আয়ের সম্ভাবনা থাকে।	পুরুষ ও নারীদের জন্য সাধারণ প্যান ও নিচু কমোডের টয়লেট, উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট এবং প্রস্রাবখানা বাধ্যতামূলক। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেট এবং একটি ট্রান্সজেন্ডারবান্ধব টয়লেট (যদি সম্ভব হয়) থাকা বাধ্যতামূলক। কেয়ারটেকার/ সংরক্ষিত স্থান, অপেক্ষা করার জায়গা বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে। এছাড়া, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এবং গোসলের স্থান সুপারিশকৃত। নারী ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ নিচু কমোডের টয়লেট ('ইস্টার্ন' টাইপ), মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট (ওয়েস্টার্ন টাইপ) বাধ্যতামূলক। শিশুবান্ধব টয়লেট এবং গোসলের স্থান সুপারিশকৃত।

শ্রেণি-২: প্রাতিষ্ঠানিক এলাকার টয়লেট	ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য
এ শ্রেণির পাবলিক টয়লেটগুলো অফিস, বাণিজ্যিক এলাকা,বাজার, শপিংমল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল/স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র, থিয়েটার, কনভেনশন সেন্টার, হোটেল/রেস্টুরেন্ট, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদির মতো প্রাতিষ্ঠানিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে স্থাপন করা হয়। এর ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছে অফিসকর্মী, দোকানদার, দোকানমালিক, ভ্রমণকারী এবং পর্যটক। টয়লেটগুলো কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা (অফিসের টয়লেট অফিসের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত খোলা থাকে) পরিচালিত হয়। ব্যবহারের স্থান ও প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে চার্জ নির্ধারিত হয় এবং এখান থেকে নিম্ন থেকে মাঝারি আয়ের সম্ভাবনা থাকে।	পুরুষ ও নারীদের জন্য সাধারণ প্যান ও নিচু কমোডের টয়লেট, উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট এবং প্রস্রাবখানা বাধ্যতামূলক। একটি প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেট থাকা বাধ্যতামূলক। একটি ট্রান্সজেন্ডারবান্ধব টয়লেট (যদি সম্ভব হয়) ঐচ্ছিক। কেয়ারটেকার/ সংরক্ষিত স্থান এবং অপেক্ষা করার জায়গা বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে। অজুর জায়গা ঐচ্ছিক। হাত ধোয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এবং গোসলের স্থান ঐচ্ছিক। নারী ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ নিচু কমোডের টয়লেট ('ইস্টার্ন' টাইপ), মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট (ওয়েস্টার্ন টাইপ) বাধ্যতামূলক। শিশুবান্ধব টয়লেট ঐচ্ছিক এবং গোসলের স্থান সুপারিশকৃত।
শ্রেণি-৩: অধিক জনসমাগমস্থানের টয়লেট	**ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য:**
এ শ্রেণির টয়লেটগুলো সাধারণত পার্ক, খেলার মাঠ, বিনোদনকেন্দ্র, পার্কিং এলাকা, ধর্মীয় স্থান এবং ঐতিহাসিক স্থান-এর মতো জনসমাগমপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। এর সম্ভাব্য ব্যবহারকারীরা হলেন শিশু, বয়স্ক, স্থানীয় এলাকাবাসী, ভক্তবৃন্দ, তীর্থযাত্রী এবং পর্যটক। টয়লেটগুলো সাধারণত ৮-১২ ঘণ্টা (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দিনের বেলা) পরিচালিত হয় এবং প্রতিবার ব্যবহারের জন্য একটি ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হয়, যার ফলস্বরূপ এখান থেকে কম আয়ের সম্ভাবনা থাকে।	পুরুষ ও নারীদের জন্য সাধারণ প্যান ও নিচু কমোডের টয়লেট, উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট এবং প্রস্রাবখানা বাধ্যতামূলক। একটি প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেট থাকা বাধ্যতামূলক। একটি ট্রান্সজেন্ডারবান্ধব টয়লেট (যদি সম্ভব হয়) ঐচ্ছিক। কেয়ারটেকার/ সংরক্ষিত স্থান এবং অপেক্ষা করার জায়গা সুপারিশকৃত।হাত ধোয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এবং গোসলের স্থান ঐচ্ছিক। নারী ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ নিচু কমোডের টয়লেট ('ইস্টার্ন' টাইপ), মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট (ওয়েস্টার্ন টাইপ) বাধ্যতামূলক। শিশুবান্ধব টয়লেট ঐচ্ছিক এবং গোসলের স্থান সুপারিশকৃত।
শ্রেণি-৪: নিম্ন আয়ের কমিউনিটি পাবলিক টয়লেট	**ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য:**
এ বিশেষ শ্রেণির টয়লেটগুলো বস্তি এবং নিম্ন আয়ের মানুষের বসবাসের এলাকাগুলোতে স্থাপন করা হয়। এর প্রধান ব্যবহারকারী হলো এসব এলাকার বসবাসকারী পরিবারের সদস্যগণ। এ টয়লেটগুলো ২৪ ঘণ্টা পরিচালিত হয় এবং প্রতিবার ব্যবহার অথবা মাসিক পাসের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করা যায়। এখান থেকে প্রাপ্ত আয় সাধারণত কম হয়।	পুরুষ ও নারীদের জন্য সাধারণ প্যান ও নিচু কমোডের টয়লেট, উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট এবং প্রস্রাবখানা বাধ্যতামূলক। একটি প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেট ঐচ্ছিক। ট্রান্সজেন্ডারবান্ধব টয়লেট (যদি সম্ভব হয়), কেয়ারটেকার/ সংরক্ষিত স্থান এবং অপেক্ষা করার জায়গা বাধ্যতামূলক। হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ও গোসলের স্থান বাধ্যতামূলক। নারী ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ নিচু কমোডের টয়লেট ('ইস্টার্ন' টাইপ), মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট (ওয়েস্টার্ন টাইপ) বাধ্যতামূলক। শিশুবান্ধব টয়লেট সুপারিশকৃত।

শ্রেণি-৫: অনুষ্ঠানভিত্তিক টয়লেট	**ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য:**
এ শ্রেণির পাবলিক টয়লেটগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠান, মেলা, প্রদর্শনী এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জমায়েত-এর মতো অস্থায়ী জনসমাগমস্থলে স্থাপন করা হয়। এর ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছে অনুষ্ঠান আয়োজক, অংশগ্রহণকারী, দর্শক/দর্শনার্থী এবং পৃষ্ঠপোষকগণ। টয়লেটগুলো সাধারণত ৮ ঘণ্টা (অনুষ্ঠানের ধরণ ও সময়কালের উপর নির্ভর করে) পরিচালিত হয় এবং এগুলো বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য হয়। এর ব্যবস্থাপনা আয়োজক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভর্তুকিকৃত হয়।	পুরুষদের জন্য সাধারণ প্যান ও নিচু কমোডের টয়লেট ঐচ্ছিক। পুরুষদের জন্য উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট এবং প্রস্রাবখানা বাধ্যতামূলক। একটি প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেট বাধ্যতামূলক। ট্রান্সজেন্ডারবান্ধব টয়লেট (যদি সম্ভব হয়) সুপারিশকৃত। কেয়ারটেকার/ সংরক্ষিত স্থান ঐচ্ছিক। অপেক্ষা করার জায়গা বাধ্যতামূলক। হাত ধোয়ার ব্যবস্থা ঐচ্ছিক। গোসলের স্থান ঐচ্ছিক। নারী ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ নিচু কমোডের টয়লেট ('ইস্টার্ন' টাইপ), মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট (ওয়েস্টার্ন টাইপ) সুপারিশকৃত। শিশুবান্ধব টয়লেট ঐচ্ছিক।
শ্রেণি-৬: জরুরি অবস্থায় ব্যবহৃত পাবলিক টয়লেট	**ন্যূনতম বৈশিষ্ট্য:**
এ জরুরি পাবলিক টয়লেটগুলো মূলত বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক ও দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে স্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ/দপ্তরসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এনজিও এ টয়লেটের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এ টয়লেটগুলো ২৪ ঘণ্টা পরিচালিত হয় এবং আংশিক বা পূর্ণ ভর্তুকি দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় এখান থেকে কোন আয় হয়না।	পুরুষদের জন্য সাধারণ প্যান ও নিচু কমোডের টয়লেট ঐচ্ছিক। পুরুষদের জন্য উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট এবং প্রস্রাবখানা বাধ্যতামূলক। একটি প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেট বাধ্যতামূলক। ট্রান্সজেন্ডারবান্ধব টয়লেট (যদি সম্ভব হয়) ঐচ্ছিক। কেয়ারটেকার/সংরক্ষিত স্থান এবং অপেক্ষা করার জায়গা ঐচ্ছিক। হাত ধোয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। গোসলের স্থান বাধ্যতামূলক। নারী ব্যবহারকারীদের জন্য মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ নিচু কমোডের টয়লেট ('ইস্টার্ন' টাইপ), মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট (ওয়েস্টার্ন টাইপ) সুপারিশকৃত। শিশুবান্ধব টয়লেট ঐচ্ছিক।

৪.৩.১ মোবাইল টয়লেট পরিষেবা

উপরে উল্লিখিত শ্রেণিসমূহ ছাড়াও, বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান অথবা বড় গণজমায়েতের সময় অংশগ্রহণকারীদের ব্যবহারের জন্য মোবাইল টয়লেট পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) এ পরিষেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে। স্থানীয় সেবা প্রদানকারী সংস্থা ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এ পরিষেবা প্রদানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান করবে।

৪.৪ পাবলিক টয়লেট নির্মাণ স্থানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

পাবলিক টয়লেট নির্মাণ স্থানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

ক) **সর্বোচ্চ সংখ্যক জনসাধারণের সহজলভ্যতা:** পাবলিক টয়লেট এমন স্থানে নির্মাণ করা উচিত যেখানে দৈনন্দিন কাজকর্ম বা অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যাপক জনসমাগম হয় এবং যেখানে সর্বোচ্চ সংখ্যক জনসাধারণ সঠিক সময়ে মানসম্মত টয়লেট সেবা পেতে পারেন। জনসংখ্যার আধিক্য বিবেচনায় প্রয়োজনে বিদ্যমান টয়লেটের কাছাকাছি অন্য জনসমাগম স্থানেও এমন টয়লেট আরও নির্মাণ করা যেতে পারে;

খ) **সহজে দেখা যায় ও প্রবেশাধিকার:** পাবলিক টয়লেট স্থাপনা এমন স্থানে থাকা উচিত যেখানে সেগুলো সহজে চোখে পড়ে এবং সকলের জন্য নির্বিঘ্নে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়;

গ) **অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা নিশ্চিতকরণ:** যেসকল স্থানে নারী, পুরুষ, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা গ্রহণ বিশেষভাবে নিশ্চিত হয়, সেই স্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত;

ঘ) **দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা:** প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি কম এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সক্ষম এমন স্থানে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা উচিত;

ঙ) **পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ:** যেসকল স্থানে পানি সরবরাহ বিদ্যমান অথবা ভবিষ্যতে নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব, এমন স্থানেই পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা উচিত।

৫। পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনা

৫.১ পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থা'র সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ভূমিকা

ক) **জাতীয় সরকার:** পাবলিক টয়লেট নির্মাণের মানদন্ড ও নির্দেশিকা অনুযায়ী পাবলিক টয়লেট নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করা, এর জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান করা এবং এগুলো পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য মাঠপর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

খ) **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ:** নিজেদের আওতাধীন এলাকায় পাবলিক টয়লেট সুবিধাসমূহের বাস্তবায়ন, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবার মান পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা;

গ) **বেসরকারি খাত ও এনজিও:** পাবলিক টয়লেট খাতে তহবিল সরবরাহ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণসহ সার্বিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা।

৫.২ পাবলিক টয়লেটের তহবিল এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা

পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা ও টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবে:

ক) **জাতীয় বাজেটে তহবিল বরাদ্দ:** পাবলিক টয়লেটের জন্য জাতীয় বাজেটে নির্দিষ্ট তহবিল বরাদ্দ রাখা;

খ) **পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি):** পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নির্বাহের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেল বাস্তবায়ন করা;

গ) **আন্তর্জাতিক সহায়তা:** স্যানিটেশন উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক অনুদান বা ঋণ অনুসন্ধান ও গ্রহণ।

৫.৩ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

পাবলিক টয়লেট পরিষেবার গুণগত মান এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে একটি সুসংহত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

ক) **পরিমাপ সূচক ও ডিজিটাল ডেটা সংগ্রহ:** জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিমাপযোগ্য ও সময়-সীমাবদ্ধ সূচক নির্ধারণ করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে টয়লেটের সংখ্যা, পরিচ্ছন্নতা, প্রবেশাধিকার, ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ডিজিটাল ডেটা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করা হবে যেখানে নাগরিক রিপোর্টিং ডিজিটাল ম্যাপিং এবং রিয়েল-টাইম ডেটা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

খ) **নিয়মিত নিরীক্ষা ও কর্মক্ষমতা পর্যালোচনা:** পাবলিক টয়লেট সুবিধার নিয়মিত বার্ষিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা হবে যাতে সেবার মান বজায় থাকে এবং প্রয়োজনীয় উন্নতি চিহ্নিত করা যায়। প্রতিটি পাবলিক টয়লেট নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিরীক্ষা ও কর্মক্ষমতা পর্যালোচনার আওতায় আসবে;

গ) **টয়লেট পরিচালনাকারী বা অপারেটরদের জবাবদিহিতা ও জনমত সংগ্রহ:** টয়লেট পরিচালনাকারী বা অপারেটরদের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, জরিমানা ও পুরস্কার ব্যবস্থা থাকবে। মোবাইল অ্যাপ বা হটলাইনের মাধ্যমে জনগণের মতামত ও প্রতিক্রিয়া সংগ্রহে উৎসাহিত করা হবে যা সেবার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। স্বচ্ছতা বৃদ্ধিকল্পে টয়লেটের অবস্থা, ব্যবহার ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা হবে;

ঘ) **নীতিমালার বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা:** নীতিমালার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রতি ৫ বছর অন্তর বাধ্যতামূলক পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকবে। এর মাধ্যমে নগরায়ন, জনসংখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তি ও জনস্বাস্থ্য চাহিদার পরিবর্তনের সাথে নীতি হালনাগাদ করা সম্ভব হবে। পাইলট প্রকল্প, গবেষণা ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নীতিমালায় নিয়মিত সংশোধন করা হবে।

এ কৌশলগত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি স্বাস্থ্যসম্মত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পাবলিক টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে যা জনস্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা ও টেকসই নগর উন্নয়ন তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ অর্জনে সহায়ক হবে।

৫.৪ আইন/বিধি/নির্দেশিকা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

ক) এ নীতিমালা অনুযায়ী পাবলিক টয়লেট নির্মাণ/ব্যবহার/পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন/বিধি/নির্দেশিকা প্রণয়ন করতে হবে।

খ) নীতিমালাটি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

উপসংহার: 'জাতীয় পাবলিক টয়লেট নীতিমালা ২০২৬' বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন খাতের উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ নীতিমালা জনসাধারণের জন্য নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং ব্যবহারবান্ধব পাবলিক টয়লেট সুবিধার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সুসংগঠিত কাঠামো প্রদান করে। এর সফল বাস্তবায়ন কেবল টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ৬ অর্জনে সহায়ক হবে না বরং নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাবে এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় পাবলিক টয়লেট নীতিমালার এ রূপরেখা বাংলাদেশের জন্য কেবল একটি নীতিগত দলিল নয় বরং একটি সাহসী অঙ্গীকার, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও সহজলভ্য টয়লেটের প্রবেশাধিকারকে মৌলিক অধিকার ও মর্যাদার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি এমন একটি ভবিষ্যতের পথ নকশা যেখানে স্যানিটেশন আর কোনো বিলাসিতা নয় বরং টেকসই নগর উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির অপরিহার্য ভিত্তি।

এ নীতিমালা অবকাঠামো নির্মাণের গন্ডি পেরিয়ে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, লিঙ্গ সমতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য একটি রূপান্তরমূলক বিনিয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। এখানে স্বল্পসংখ্যক ও জরাজীর্ণ টয়লেট, লিঙ্গ বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা ও আর্থিক বাধার মতো দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের সমাধানে একটি সুসংগঠিত রোডম্যাপ প্রস্তাব করা হয়েছে যেখানে পরিকল্পনা, প্রযুক্তি, অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা একসূত্রে গাঁথা।

সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, অধীনস্থ দপ্তর, সকল স্তরের সরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত এবং সাধারণ নাগরিকের সম্মিলিত ও আন্তরিক অংশগ্রহণ। শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, নাগরিকদের মালিকানা ও দায়িত্ববোধই টেকসই স্যানিটেশন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে। তাই এ নীতিমালা "কাউকে পিছনে রেখে নয়" এ 'জাতীয় অঙ্গীকার'কে বাস্তবে রূপ দিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকলকে উৎসাহিত করবে।

একটি নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলার এ যাত্রায় জাতীয় পাবলিক টয়লেট নীতিমালা হবে আমাদের সম্মিলিত স্বপ্ন ও অঙ্গীকারের প্রতীক যেখানে নাগরিকের স্বাস্থ্য, সম্মান ও সমতার অধিকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে এবং দেশের প্রতিটি মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত ও উন্নত জীবনের সুযোগ পাবে। এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, বেসরকারি খাত, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং সাধারণ জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আশা করা যায়, এ নীতিমালার মাধ্যমে পাবলিক টয়লেট আর কেবল একটি অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হবে না বরং তা হবে জনস্বাস্থ্য, মর্যাদা ও উন্নত জীবনযাত্রার প্রতীক। এর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্যানিটেশন খাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

মোঃ শহীদুল হাসান
সচিব।

সংযুক্তি ১: পাবলিক টয়লেট শ্রেণিবিন্যাসের সারসংক্ষেপ

টয়লেটের শ্রেণিবিন্যাস	টয়লেটের নির্ধারিত অবস্থান	সম্ভাব্য ব্যবহারকারী	পরিচালন সময়	ব্যবহার চার্জ (সেবা মূল্য)	আয়ের সম্ভাবনা
শ্রেণি-১: **যানবাহন চলাচল স্থানের টয়লেট (ট্রানজিট এলাকার টয়লেট)**	❑ বাসস্ট্যান্ড ❑ রেলওয়ে স্টেশন ❑ ফুয়েল স্টেশন ❑ ট্যাক্সি/সিএনজি/ইজিবাইক স্ট্যান্ড ❑ রাস্তা/হাঁটার রাস্তা/চৌরাস্তা ❑ মেট্রো স্টেশন ❑ ফেরিঘাট ❑ নদী/সমুদ্র বন্দর ❑ বিমান বন্দর	• স্থানীয় দোকানদার • দোকানমালিক • ভেন্ডর • ভ্রমণকারী • পর্যটক	২৪ ঘণ্টা	প্রতিবার ব্যবহার	উচ্চ আয়
শ্রেণি-২: **প্রাতিষ্ঠানিক এলাকার টয়লেট**	❑ বাণিজ্যিক এলাকা ❑ বাজার ❑ শপিংমল ❑ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ❑ হাসপাতাল/ স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র ❑ থিয়েটার ❑ কনভেনশন সেন্টার ❑ হোটেল/রেস্টুরেন্ট ❑ কমিউনিটি সেন্টার/বিবাহকেন্দ্র ❑ নগরকেন্দ্রিক অবকাঠামো	• অফিসযাত্রী • দোকানদার • দোকানমালিক • ভ্রমণকারী • পর্যটক • ক্রেতা	কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা (অফিসের টয়লেট অফিসের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত খোলা থাকে)	প্রতিবার ব্যবহার (নির্ভর করে স্থান ও প্রতিষ্ঠানের উপর)	নিম্ন থেকে মাঝারি আয়

টয়লেটের শ্রেণিবিন্যাস	টয়লেটের নির্ধারিত অবস্থান	সম্ভাব্য ব্যবহারকারী	পরিচালন সময়	ব্যবহার চার্জ (সেবা মূল্য)	আয়ের সম্ভাবনা
শ্রেণি-৩: জনসমাগম স্থানের টয়লেট	❑ পার্ক ❑ খেলার মাঠ ❑ বিনোদনকেন্দ্র ❑ পার্কিং এলাকা ❑ ধর্মীয় স্থান ❑ ঐতিহাসিক স্থান	• শিশু • বয়স্ক • স্থানীয় এলাকাবাসী • ভক্তবৃন্দ • তীর্থযাত্রী • পর্যটক	৮-১২ ঘণ্টা (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দিনের বেলা)	প্রতিবার ব্যবহার	কম আয়
শ্রেণি-৪: নিম্ন আয়ের কমিউনিটি পাবলিক টয়লেট	❑ বস্তি ❑ নিম্ন আয়ের মানুষের বসবাসের এলাকা	• পরিবারের সদস্যগণ (নারী ও শিশুসহ)	২৪ ঘণ্টা	প্রতিবার ব্যবহার এবং মাসিক পাস	কম আয়
শ্রেণি-৫: অনুষ্ঠানভিত্তিক টয়লেট	❑ অনুষ্ঠান ❑ মেলা ❑ প্রদর্শনী ❑ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জমায়েত	• অনুষ্ঠান আয়োজক • দর্শক/দর্শনার্থী • পৃষ্ঠপোষকগণ	৮ ঘণ্টা (অনুষ্ঠানের ধরণ ও সময়কালের উপর নির্ভর করে)	বিনামূল্যে	আয়োজক কর্তৃক ভর্তুকিকৃত
শ্রেণি-৬: জরুরি অবস্থায় ব্যবহৃত পাবলিক টয়লেট	❑ জরুরি আশ্রয় কেন্দ্রসমূহ যা বন্যা, সাইক্লোন, ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি করা হয়	• সরকারি বিভাগসমূহ • স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ • এনজিও	২৪ ঘণ্টা	আংশিক বা পূর্ণ ভর্তুকি	বিনামূল্যে অথবা খুব কম আয়

এছাড়াও, উল্লিখিত শ্রেণিসমূহের বাইরে কিছু এনজিও, স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং শহর এলাকার বিভিন্ন সেবা প্রদানকরী সংস্থাগুলো বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান অথবা বড় জমায়েতের সময় অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার্থে মোবাইল টয়লেট পরিষেবা চালু করেছে।

সংযুক্তি-২: বিভিন্ন ধরনের টয়লেটের নকশায় ন্যূনতম যে ধরনের সুবিধা থাকা প্রয়োজন

	পুরুষ					নারী					প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব টয়লেট	ট্রান্সজেন্ডার বান্ধব টয়লেট (যদি সম্ভব হয়)	কেয়ারটেকার/ সংরক্ষিত স্থান	অপেক্ষা করার জায়গা	অজুর জায়গা
টয়লেটের ধরন	সাধারণ প্যান ও নিচু কমোডের টয়লেট ('ইস্টার্ন' টাইপ)	উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট	প্রস্রাবখানা	আয়নাসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা	গোসলের স্থান	মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ নিচু কমোডের টয়লেট ('ইস্টার্ন' টাইপ)	মাসিকের ব্যবস্থাপনাসহ উঁচু (হাই) কমোডের টয়লেট (ওয়েস্টার্ন টাইপ)	আয়নাসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা	শিশুবান্ধব টয়লেট	গোসলের স্থান					
ধরণ (টাইপ)-১ ট্রানজিট এলাকার টয়লেট	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	সুপারিশকৃত	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	সুপারিশকৃত	সুপারিশকৃত	বাধ্যতামূলক	সুপারিশকৃত	বাধ্যতামূলক	সুপারিশকৃত	সুপারিশকৃত
ধরণ (টাইপ)-২ প্রাতিষ্ঠানিক টয়লেট	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	সুপারিশকৃত
ধরণ (টাইপ)-৩ জনসমাগম স্থানের টয়লেট	সুপারিশকৃত	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	সুপারিশকৃত	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	সুপারিশকৃত
ধরণ (টাইপ)-৪ নিম্নবিত্ত এলাকার টয়লেট	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	সুপারিশকৃত	সুপারিশকৃত	সুপারিশকৃত	সুপারিশকৃত	বাধ্যতামূলক
ধরণ (টাইপ)-৫ বিভিন্ন অনুষ্ঠানভিত্তিক টয়লেট	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	সুপারিশকৃত	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	ঐচ্ছিক	সুপারিশকৃত	ঐচ্ছিক	ঐচ্ছিক	ঐচ্ছিক	সুপারিশকৃত
ধরণ (টাইপ)-৬ জরুরিকালীন টয়লেট	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	বাধ্যতামূলক	ঐচ্ছিক	বাধ্যতামূলক	সুপারিশকৃত	ঐচ্ছিক	ঐচ্ছিক	ঐচ্ছিক	সুপারিশকৃত

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd